দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 APR 2013 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

অরক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩ মাসে ২ শতাধিক হাতবোমা বিস্ফোরণ উদ্ধার তিনশ' আতঙ্কিত শিক্ষার্থীরা : নেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা

মোবারক হোসাইন : অরক্ষিত হয়ে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ ক্যাম্পাসের ভিতরে বসবাসকারী ৪০ হাজারের বেশি মানুষ। প্রতিদিনই ঘটছে বোমা বিস্ফোরণ, ভাঙচুর আর অগ্নিসংযোগের ঘটনা। হল, প্রধান ভবনসহ ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে ককটেল ও নানা বিস্ফোরক দ্রব্য। গত তিনমাসে ক্যাম্পাসে প্রায় দুই শতাধিক হাতবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধার করা হয়েছে আরো তিন শতাধিক। এসব ঘটনায় আটকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

গতকালও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান কলাভবনের বিভিন্ন স্থান থেকে ৬টি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া আইবিএ ভবনের সামনে বিস্ফোরিত হয়েছে আরো ২টি বোমা। ঘটনায় সন্দেহভাজন ৩ জনকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে তুলে দিয়েছেন ছাত্রলীগ কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, ক্যাম্পাসে সকল ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান না থাকায় সহিংসতা ও আতঙ্ক ছড়ানোর ঘটনা বেশি ঘটছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে যে কোন মুহূর্তে ভয়াবহ সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন তারা। এছাড়া সহিংসতা মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের ভিতর দিয়ে অবাধ যানচলাচল নিয়ন্ত্রণে নেয়নি কোন উদ্যোগ। বহিরাগত বাস, ট্রাক থেকে শুরু করে এমন কোন পরিবহন নেই যা ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করছে না। ফলে অনিয়ন্ত্রিত বোমা বিস্ফোরণ আর সহিংসতা মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগীরা।

এদিকে গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক দশকের ইতিহাসের রেকর্ড ভাঙিয়ে শিক্ষার্থীদের পরিবহন সেবায় নিয়োজিত একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এছাড়া গত কয়েক মাসের মধ্যে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৬টি ককটেল উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসন। বিস্ফোরিত হয় আরো ৫টি। এটি কোন খণ্ডচিত্র নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত চিত্র। এসব ঘটনায় শিক্ষার্থীরা চরম আতঙ্কে দিনপার করছেন। নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা না হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পড়ছে হুমকির মুখে। ক্লাসরুম থেকে শুরু করে আবাসিক হল- সব স্থানেই নিরাপত্তার বলয় জোরদার করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন তাগাদা দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তাদের।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশের অন্যতম শীর্ষ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র রাজনীতি চর্চার মূল কেন্দ্র এই ক্যাম্পাস ইতিহাসের বহু উত্থান পতনের সাক্ষী। সেই সূত্রে জাতীয় রাজনীতিতে উদ্ভূত কোন সহিংসতা আর চাঞ্চল্যের আঁচ এখানে লাগবে- এটাই স্বাভাবিক বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটময় মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিগত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। গত জানুয়ারি মাস থেকে এ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে প্রায় দুই শতাধিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, টিএসসি, ডাকসু, মধুর ক্যান্টিন, ক্যাম্পাস সংলগ্ন পলাশী, চানখারপুল, নীলক্ষেত, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, শিববাড়ি, কার্জন হল ও হাইকোর্ট মাজারের মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত ঘটছে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। এছাড়া বিভিন্ন সময় ঘটেছে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ আর প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের প্রতি হামলার ঘটনা। হাতবোমা উদ্ধার প্রশাসনের নিয়মিত 'রুটিন ওয়ার্কে' পরিণত হয়েছে। দৈনিক পাঁচ/ছয়টি ককটেল উদ্ধার আর বিস্ফোরণ হয়ে গেছে ডালভাত। তবে এসব ঘটনায় যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আমজাদ আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা খুবই অগ্রহণযোগ্য ঘটনা। যারা এটি ঘটায় তারা সাধারণ মানুষের দ্বারা ধিকৃত হবেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া কোন ধরনের সহিংসতা মোকাবেলায় প্রশাসন সচেষ্ট বলেও জানান তিনি।

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মেহেদী হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবস্থাকে অস্থিতিশীল করতে ছাত্রদল ও শিবিরের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে বোমাবাজি করছে। এসবের মোকাবেলায় ছাত্রলীগ কর্মীরা সবসময় মাঠে থাকবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, মৌলবাদি শক্তি সারাদেশের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদেরকে রুখে দিতে প্রশাসন সবসময় সজাগ রয়েছে।

গতকাল ৩ ককটেল বিস্ফোরণ ৩ জনকে গণপিটুনি

: বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট ও শিবিরের ডাকা হরতালে গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) সামনে দুইটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে।